করোনার চিকিৎসায় ২০ দেশকে বিনামূল্যে যে ওষুধ দেবে জাপান

করোনায় আক্রান্ত ২০ টি দেশে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বিনামূল্যে ‘অ্যাভিগান’ ওষুধ পাঠাবে জাপান। জাপানের বিদেশমন্ত্রী তশিমিসু মোতেগি এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন।

পৃথক আরেক সাংবাদিক বৈঠকে জাপানের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োহিশিদে সূগাও একই কথা বলেন। ওই ২০ দেশের মধ্যে রয়েছে-বুলগেরিয়া, চেক রিপাবলিক, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, ইরান, সৌদি আরব ও তুরস্ক। দেশগুলিতে ক্লিনিক্যাল টেস্ট চলছে। আর সেই কারণেই এই ‘অ্যাভিগান’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত জাপান সরকারের।

জাপানের বিদেশমন্ত্রী মোতেগি বলেন, প্রাথমিকভাবে ২০টি দেশকে পাঠানোর কথা হলেও, আরও ৩০টি দেশ এই ওষুধ নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। সরকার বিষয়টি ভাবনাচিন্তার মধ্যে রেখেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। জাপানের ফুজিফিল্ম তয়োমা ফার্মাসিউটিক্যালস লি’র অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ হিসেবে পরিচিত ‘অ্যাভিগান’। ২০১৪ সাল থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসায় জাপানেই ব্যবহার হয়ে আসছে।
সম্প্রতি চীন দাবি করে, এই ওষুধ ‘কোভিড-১৯’ প্রতিরোধে ভাল কাজ দিয়েছে। এরপরই বিশ্বে ওষুধটি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। করোনাভাইরাসের উপসর্গের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অ্যাভিগান এর কার্যকারিতা যাচাই করে দেখতে জাপানের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে বলে কিছুদিন আগেই জানিয়েছে ফুজিফিল্ম তয়োমা কেমিক্যাল কোম্পানি। ওষুধটি ‘ফ্যাভিপিরাভির’ নামেও পরিচিত।

জাপানের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োহিশিদে সূগা বলেছেন, জাপান সরকার অ্যাভিগান ওষুধটির ক্লিনিক্যাল গবেষণায় ইচ্ছুক দেশগুলির সঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে গবেষণা করতে চায়। তাই জাপান সরকার বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধের অনুরোধ জানানো প্রতিটি দেশকেই তা সরবরাহ করবে বলে জানান সূগা।

এদিকে, জাপানের বিদেশমন্ত্রী মোতেগি জানান, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাধীন ‘অ্যাভিগান’ করোনাভাইরাস কবলিত ২০ টি দেশে প্রাথমিকভাবে জাপান সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করবে। অ্যাভিগান

কেনা ও বিতরণের জন্য জাপান জাতিসংঘের তহবিলে ১০ লাখ মার্কিন ডলারও দেবে। ক্লিনিক্যাল গবেষণার অংশ হিসেবেই দেশগুলোতে ওষুধটি সরবরাহ করা হবে বলে জানান মোতেগি।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভারতে করোনায় আক্রান্ত ৫৭৩৪, মৃত্যু ১৬৬ জনের

ভারতে ২১ দিনের লকডাউন চললেও কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বা মৃত্যু কোনোটাই আটকানো যাচ্ছে না। গত ৩৬ ঘণ্টায় করোনার কারণে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের। ৭৭৩ জন নতুন করে আক্রান্ত।

ভারতে ৫ হাজার ৭৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬ জন। মোট ৪১১ জন কোভিড-১৯ রোগ থেকে সেরে উঠেছেন।

ভারতে আক্রান্তদের পাঁচ শতাংশের এক শতাংশই রয়েছেন মহারাষ্ট্রে। রাজ্যে সংক্রমিত মোট ১ হাজার ১৮। দেশের মধ্যে সর্বাধিক, ৬৪ জন মারা গেছে মহারাষ্ট্রে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সিঙ্গাপুরে নতুন করোনা আক্রান্ত ১০৬ জনের ৪৬ জনই বাংলাদেশি

হু হু করে বাড়ছে করোনার প্রকোপ। প্রতিনিয়তই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে মারণ এই ভাইরাস। সিঙ্গাপুরে এখন পর্যন্ত ১৪শ ৮১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। দেশটিতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১০৬ জনের মধ্যে ৪৬ জনই বাংলাদেশি।

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সর্বশেষ যে হিসাব দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিয়েছে, তাতে দেখা গেছে– মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত সংকলিত তথ্য অনুযায়ী সেখানে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা
১০৬। এর মধ্যে ৪৬ বাংলাদেশি করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন।

জানা গেছে, আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগ বাংলাদেশিই একসঙ্গে একই আবাসিক ভবনে থাকতেন। সিঙ্গাপুরে অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লাখের বেশি। এদের বেশিরভাগই দক্ষিণ এশিয়ার। এরা বেশিরভাগই কাজ করছেন নির্মাণ শিল্পে।

গাদাগাদি করে ছোট ঘরে থাকেন এবং একই টয়লেট ব্যবহার করেন। কোনো কোনো আবাসিক ভবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটা ঘরে গাদগাদি করে ঘুমান ১২-১৫ জন করে শ্রমিক। মঙ্গলবার থেকে সিঙ্গাপুরে শুরু হয়েছে এক মাসের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্র : আল-জাজিরা।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করোনায় ভয়াবহ অবস্থানে নিউইয়র্কের কুইন্স শহর

করোনা আতঙ্কে যখন সারা বিশ্ব এর ব্যাতিক্রম নয় নিউইয়র্কের কুইন্স শহর। প্রতি মূহুর্তে বিশ্বের আনাচে কানাচে হানা দিচ্ছে মহামারি করোনাভাইরাস। এরমধ্যে করোনার থাবা পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকাতেও। মিনিটে মিনিটে বাড়ছে মৃত্যুর তালিকা। করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে ক্ষমতাধর এ রাষ্ট্রটি।

জানা গেছে, আমেরিকার ৫০ অঙ্গরাজ্যের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্যে। ইতোমধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৭৫৮ জনের।

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জানান, এখানে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা অনেক, কিন্ত সবাই নিরব, কাউকে বুঝতে দিচ্ছেনা। তাই সবাই বাসাতে খুব সাবধানে সাথে অবস্থান করছে। সার্বিক পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কে আগের তুলনাই মৃত্যুর সংখ্যা কমছে।

তিনি আরও জানান, এই মুহুর্তে রাত ১১:১০ নিউইয়র্কে আক্রান্ত ১,৩৩,৯৬৫ জন। মারা গেছেন ৪,৮৮৯ জন। আমেরিকায় গতকাল পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা ৩,৭৭,৬০৫ জন। মারা যাওয়ার সংখ্যা ১১,৭৮৪ জন। নিউইয়র্ক শহরে এ যাবত বাংলাদেশি মৃতের সংখ্যা ৮২ জন এ দাঁড়ালো। তুলনামূলক হারে বেশী।

এলমহার্স্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কোভিড-১৯ রোগীর জায়গা নেই। একটু পর পর কোড ৯৯ ঘণ্টাধ্বনি বাজানো হয় অন্তিম মুহূর্তে রোগীকে শেষ দাওয়াই দিতে চিকিৎসক ও নার্সদের ডাকার উদ্দেশ্যে। বিশৃঙ্খলা বিহীন হাসপাতালে কারো কোন অভিযোগ নেই।

সিএনএন, সিবিএস, ফক্স ইত্যাদির সাংবাদিকরা এই ভয়াবহ সময়ে হাসপাতালের কর্মীরা কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তার অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে সিএনএন প্রতিনিধিরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান।

হাসপাতালের ডা. সিএনএনকে বলেন, ‘তারা এতই অসুস্থ যে, চোখের পলকেই তারা মারা যেতে পারে। তারা হয়তো কথা বলছিল। কিন্তু কয়েক

মিনিট পরই তাদের কণ্ঠনালি দিয়ে টিউবব ঢোকাত ঢোকাতে এই প্রার্থনা করতে হবে যে, এই ভেন্টিলেটর যেন তাদের সাহায্য করতে পারে।’

এই একই পরিস্থিতি এখন বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের সব হাসপাতালে। হাসপাতাল গুলোয় রোগীদের বাইরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের বাইরে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে।

বর্তমানে এলমহার্স্ট হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ছাড়া আর কোনো রোগী নেই। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর নির্দেশে যে তিনটি হাসপাতাল শুধু করোনাভাইরাসের রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছে, এটি তার একটি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের আগে হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে এখনকার চেয়ে বেশি রোগী এলেও এতটা আতঙ্ক তৈরি করেনি।

কারণ, এখন হাসপাতালটিতে আসা সব রোগীই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। উপরন্তু জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের অবস্থা গুরুতর এবং এদের মধ্যে মৃত্যুহার অনেক বেশি। হাসপাতালটিতে ভর্তি হওয়া কোভিড-১৯ রোগীদের ২৫ শতাংশই মারা গেছে। এত উচ্চ হার দেখে অন্য সময় হলে হাসপাতালের সেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যেত। কিন্তু এখন এ প্রশ্ন উঠছে না।

এ বিষয়ে ড. লরেঞ্জো প্যালাডিনো সিএনএনকে বলেন, ‘হাসপাতাল নয়, রোগের প্রকৃতির কারণেই এমন ঘটছে। অন্য কোনো রোগ নেই। অন্য কোনো ভাইরাস নেই। একের পর এক রোগী আসছেন শ্বাসকষ্ট নিয়ে। বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই।’

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেখা গেল একজন স্বাস্থ্যকর্মী মাত্রই মারা যাওয়া একজনকে এনে রেখেছেন। পলিথিনে মোড়া সেই মরদেহের কোনো অস্তিত্ব ৩০ মিনিট পর আর দেখা গেল না। তখন সেখানে কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করছেন। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে দেখা গেল, আরেকজন রোগী মুখে মাস্ক পরে বসে আছেন। ভীষণ কাশছেন। একপর্যায়ে তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হলো।

হাসপাতালটিতে ভর্তি হওয়া প্রায় ৪০০ কোভিড-১৯ রোগীর মধ্যে ৯০ শতাংশেরই বয়স ৪৫ বছরের বেশি। ৬০ শতাংশের বেশি রোগীর বয়স ৬৫ বছরের বেশি। সবচেয়ে কম বয়সী রোগীটির বয়স ৩ বছর। ২০ বছরের আশপাশে

বয়স এমন তরুণের সংখ্যাও কম নয়। এখন পর্যন্ত হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯৪ জন রোগী মারা গেছেন।

এলমহার্স্ট হাসপাতালের দৃশ্য বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারেই আলাদা। বাইরের পৃথিবীতে যখন চলছে, ঘরে থাকার নিয়মের কড়াকড়ি, তখন এখানে কিছু হই-হল্লার দেখা মিললেও, তার সবই হৃদয় ছিঁড়ে দেওয়া। এখানে প্রাণ কাতর ধ্বনিই একমাত্র কোলাহল। আর বাকি সব কোলাহল ঘরের চার দেয়ালে আটক। এই কোলাহল ও নিস্তব্ধতা যেন যুদ্ধ সময়ের আবহ তৈরি করে রেখেছে।

হাসপাতালের ডা. রা বলেন, ‘এই যে জরুরি বিভাগ। এখানে এখন যে ধরনের কাজ চলছে, তা কোনো বিধ্বস্ত নগরী বা ভয়াবহ দুর্যোগের সময়ে চলার কথা।’

মসজিদ নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে যা বললেন আজহারী

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে মসজিদে না গিয়ে মুসল্লিদের ঘরে নামাজ পড়তে সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন সময়ের আলোচিত ইসলামী বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী।

মঙ্গলবার আজহারীর ভেরিফায়েড পেজে দেয়া ওই স্ট্যাটাসটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

‘দেরি করে হলেও একাধিক বৈঠক শেষে, সাধারণ মুসল্লিদের মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শক্ত সিদ্ধান্ত এসেছে। প্লিজ, এবার অন্তত সবাই ঘরে সালাত আদায় করুন। আসলে ফতোয়া বা নির্দেশনা বেশি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে, যতটা সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় ততই ভালো। আরও আগে থেকেই যদি এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারতাম, তা হলে হয়তো করোনা সংক্রমণ আরও কমানো যেত। তার পরও ধন্যবাদ

জানাতে চাই, এই টাইমলি ডিসিশনের জন্য।

আল্লাহতায়ালা তার দ্বীনে কোনো কাঠিন্যতা রাখেননি। এটি একটি সহজ, সাবলীল ও পরিবেশবান্ধব ধর্ম। এ জন্যই ইসলাম কালজয়ী। যুগ, সময় এবং কাল ছাপিয়ে এতটা অনন্য উচ্চতায় এ জন্যই ইসলামের অবস্থান যে, এটি যে কোনো যুগ বা সময়ের সঙ্গে সহজেই খাপ খেতে পারে।

ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর বিধান পালন করা সহজ এবং সুবিধাজনক। এ ধর্মের কোনো বিধান কখনও সমস্যা তৈরি করে না বরং সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান করে। আর এ সমাধান উপস্থাপন করার দায়িত্ব সম্মানিত আলেম ওলামাগণের।

কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত সমাধান সময়মতো উপস্থাপন করতে যদি আলেম ওলামাগণ ব্যর্থ হন, তা হলে আলেম ওলামাগণ ধীরে ধীরে সমাজের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকজনও আলেম-ওলামাদের থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবেন। সে ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো দায়ভার নেই, দায়ভার আমাদের।

কোরআন বলছে– ‘আর তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি’। [সুরা হজ, আয়াত: ৭৮]

‘তিনি তোমাদের জন্য সহজ করতে চান জটিল করতে চান না’। [সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

তাই, আসুন সহজভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করি। সুদূরপ্রসারী চিন্তায় ও দূরদৃষ্টি ভাবনায় কোরআন ও সুন্নাহ থেকে রহমের বাণী তালাশ করি।

মসজিদে জামাত আপাতত বন্ধ হলেও আল্লাহতায়ালা প্রতিটি ঘরকেই এখন মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানআল্লাহ!! তাই এখনই সময় আত্মোপলব্ধির, রবের দিকে ফিরে আসার এবং প্রভুর দুয়ারে হাজিরা দেয়ার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাসায় জামাতে সালাত আদায় করুন। সমাজ বদলে যাবে ইনশাআল্লাহ।’

সুত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯৭০ জনের প্রাণহানি

মহামারী করোনাভাইরাসে বিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে অবহেলা করায় এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি।

দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান জানানো আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ১ হাজার ৯৭০ জন, যা এখন পর্যন্ত একদিনে বিশ্বের কোনো দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জন। এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই মারা গেছে ৫ হাজার ৪৮৯ জন।

এদিকে আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৩৩৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৩১ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২১ হাজার ৬৭৪ জন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৮২০ জন আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৫১ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ৯ হাজার ১৬৯ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৩১ জনসহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫ হাজার ৪৮৯ জন। এবং গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৪৬৮ জনসহ আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৪ জন। এ ছাড়া নগরীতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথমবারের মতো ১৮ বছর বয়সের নিচে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরে অন্য আরও রোগ ছিল।

দেশটির শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে। এর পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই কথা বলেছেন। এদিকে চীন থেকে জরুরি মেডিকেল সরঞ্জাম পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব তিন মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৭ হাজার ৩৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা এ যাবৎ বিশ্বজুড়ে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ২৫ জন।

এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ হাজার ৫৫৪ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৪ লাখ ৩০ হাজার ৫৯০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ৯৪০ জন।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৩৩৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জনের। ইতালিতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ জন আক্রান্ত, বিপরীতে মারা গেছে ১৭ হাজার ১২৭ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এ ছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৪১ হাজার ৯৪২ জন আক্রান্ত, আর ১৪ হাজার ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৬৩ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৮০২, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৩ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৯ হাজার ৬৯, মারা গেছে ১০ হাজার ৩২৮ জন। ইরানে আক্রান্ত ৬২ হাজার ৫৮৯, মারা গেছে ৩ হাজার ৮৭২ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৫৫ হাজার ২৪২, মারা গেছে ৬ হাজার ১৫৯ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ২২ হাজার ১৯৪, মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩৫ জনের। নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ১৯ হাজার ৫৮০, মারা গেছে ২ হাজার ১০১ জন।

এ ছাড়া ভারতে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৩১১ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর প্রাণ গেছে ১৫০ জনের। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৫৭ জন মারা গেছে। বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১৬৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রাণ গেছে ১৭ জনের।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলাব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

সুত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে ১ দিনে আরও ১৩৪৩ মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৩০৫৭৬

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় ১১ হাজারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৩৪৩ জন। নতুনভাবে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫৭৬ জন। মোট মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০ হাজার ৯৮৬ ও ৩ লাখ ৬৮ হাজার। খবর সিএনএন’র।

দেশটির শুধু একটি রাজ্য বাদে সব রাজ্যেই এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে শীর্ষে আছে নিউ ইয়র্ক। নিউইয়র্ক ছাড়াও বর্তমানে লুইজিয়ানা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের অন্যতম নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে প্রায় ৫শ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি। বৃহস্পতিবারের মধ্যে এ অঙ্গরাজ্য ভেন্টিলেটর সঙ্কটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন গভর্নর।

এছাড়া পেনসিলভেনিয়া, কলোরাডো ও ওয়াশিংটন ডিসি শহরেও করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ। আর মোট মৃত্যু পৌনে ১ লাখ।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

৪০ কোটি ভারতীয়র শরীরে করোনা সংক্রমণের পূর্বাভাস; জানুন সত্য তথ্য

ভারতের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে সম্প্রতি খবর হয়েছিল, ভারতে বিরাট প্রভাব ফেলবে করোনাভাইরাস। এসব প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছিল, ৪০ কোটি ভারতীয়ের শরীরে ঢুকবে এই ভাইরাস। সেন্টার ফর ডিজিজ ডায়নামিকস, ইকোনোমিকস অ্যান্ড পলিসি (সিডিডিইপি) জন হপকিন্স-এর একটি রিপোর্টকেই উদ্ধৃত করে খবরটি প্রকাশ করা হয়।

নিজেদের অফিসিয়াল ট্যুইটারে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, সেই রিপোর্টে যে লোগো ব্যবহার করা হয়েছে তা অথোরাইজড নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্যুইটের পরই একটি সংবাদমাধ্যম তাদের প্রকাশিত খবরটি তুলে নেয়। পরবর্তীতে আর একটি ট্যুইটে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লেখা হয়, জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা এবং প্রিন্সটনের গবেষকরা সিডিডিইপি রিপোর্ট মিলিয়ে নতুন এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুইটে আরও লেখা হয়েছে, লেখকদের তত্ত্বে দায়ও সম্পূর্ণ ভাবে তাদেরই। এর সঙ্গে সিডিডিইপি, জন হপকিন্স বা প্রিন্সটনের কোনও সম্পর্ক নেই।

মার্চের শেষের দিকে আর একটি ট্যুইট করা হয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। সেই ট্যুইটে এক ব্যবহারকারীকে লেখা হচ্ছে, এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। সেখানে একটি আনঅফিসিয়াল লোগো ছিল। সেই লোগো এখন ঠিক করে দেওয়া জরুরি।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব কোনও বক্তব্য নেই বলা হচ্ছে, তাও কেন লোগো ব্যবহৃত হয়েছে- এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, এই মতগুলি ছিল লেখকদের, গবেষকদের। তাদের দেওয়া এই তত্ত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও যোগসাজশ নেই। আর তাছাড়াও রিপোর্টটি এই মুহূর্তে আপডেটও করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ গবেষকদের প্রকাশিত তত্ত্বের কোনও দায় নিতে চাইছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

সূত্র: এই সময়